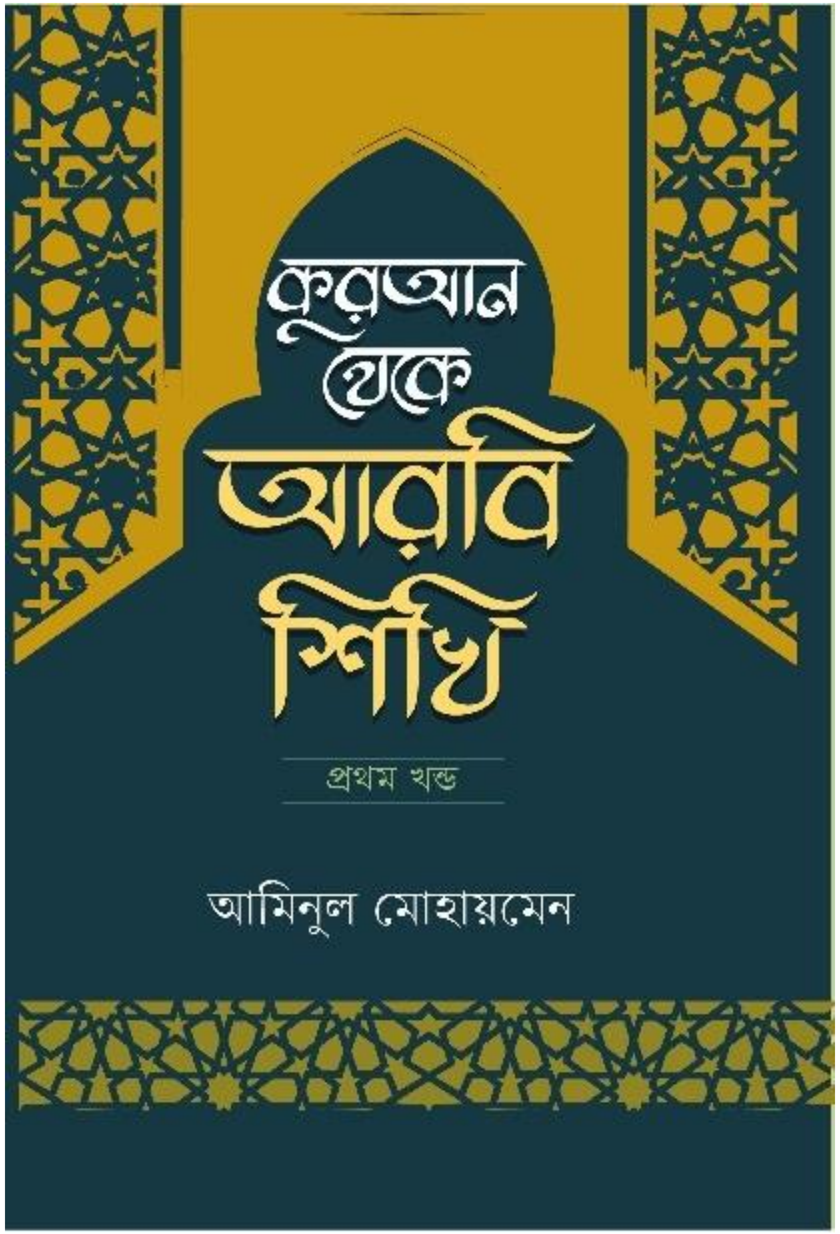

শিশুর মত আরবি শিখি

আমিনুল মোহায়মেন

শিশুর ভাষা শেখার পদ্ধতি

১. কথা বলা বা বাক্য উচ্চারণ করা

২. উচ্চারিত বাক্যের অর্থ জানা

৩. বাক্যের মধ্যকার শব্দের অর্থ জানা

৪. শব্দ ও বাক্য গঠনের নিয়াম জানা

আরবি শেখার ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা

১. আরবি বাক্য উচ্চারণ করা – কয়েকটি সুরা আমাদের মুখস্ত

২. উচ্চারিত বাক্যের অর্থ জানা – কয়েকটি সুরার অর্থ জানি

৩. বাক্যের মধ্যকার শব্দের অর্থ জানা – এই বইয়ের উদ্দেশ্য

৪. শব্দ ও বাক্য গঠনের নিয়াম জানা – এই বইয়ের উদ্দেশ্য

আরবি শেখার আমাদের পদ্ধতি

- ব্যকরণগত পরিভাষায় না যাওয়া
- সচরাচর পঠিত সুরাগুলোর শব্দার্থ ও শব্দ গঠন বিশ্লেষণ

আরবি ভাষার কিছু প্রাথমিক নিয়ম

- আরবি শব্দ তিন বর্ণের মূল (root) দিয়ে গঠিত। যেমন ‘আবাদা (عبد) একটি মূল শব্দ, অর্থ ইবাদত করা বা গোলামী করা। এর থেকে এসেছে মা’বুদ (معبود) অর্থ যাকে ইবাদত করা হয়; আবেদ (عابِد) যে ইবাদত করে।
- কোন শব্দ অভিধানে খুঁজতে হলে এই মূল শব্দ দিয়ে খুজতে হয়।
- আল কুরআনে ১৭৯০ টি মূল শব্দ রয়েছে যার মধ্যে ১৩৭৫টি একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে।

আরবি ভাষার কিছু প্রাথমিক নিয়ম

- তিনি, সে, আপনি, তুমি – ইত্যাদি সম্মানবোধক শব্দের রেওয়াজ আরবিতে নেই।
- এক বচন ও বহু বচনের পাশাপাশি আরবিতে দ্বিবচন রয়েছে।
- আল কুরআনে ১৭৯০ টি মূল শব্দ রয়েছে যার মধ্যে ১৩৭৫টি একাধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে।
- বচন, কাল, লিঙ্গ, সাবজেক্ট, অবজেক্ট – ইত্যাদি ভেদে মূল শব্দের আগে পরে বিভিন্ন শব্দাংশ যুক্ত হয়।

সচরাচর ব্যবহৃত শব্দাংশ

শব্দাংশ	অর্থ
ب	সাথে, দ্বারা
ك	মত
س	ভবিষ্যত বুঝাতে
و	এবং
ال	নির্দিষ্ট করা, সকল
أ	প্রশ্নবোধক
ف	অত:পর, সুতরাং
ل	প্রতি, জন্য, কারণ, জোর দেয়া

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আয়াত - ০১

﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

অর্থ: রহমান রহিম আল্লাহর নামে

বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللهِ) শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে: বি (بِ) সাথে, নিয়ে + ইসম (اِسْم) নাম + আল্লাহি (اللهِ) আল্লাহর = নিয়ে নাম আল্লাহর।

বিসমিল্লাহ		আল্লাহি		ইসমি		বি
بِسْمِ اللهِ	=	اللهِ	+	اِسْمِ	+	بِ
আল্লাহর নাম নিয়ে		আল্লাহর		নাম		সাথে, নিয়ে

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللّٰهِ) বাক্যাংশ থেকে আরবি ব্যকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম জানা যায়, তা হচ্ছেঃ

নিয়ম - ১ঃ আরবিতে একাধিক শব্দ পরপর বসিয়ে দিলেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো যায়। সে জন্য অন্য কোন শব্দাংশ (যেমন বাংলাতে একার, এর ইত্যাদি)-এর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাতে 'আল্লাহর নাম' এই বাক্যাংশটিতে 'আল্লাহ' ও 'নাম' এই দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানোর জন্য আল্লাহ শব্দের পর 'র' যুক্ত হয়েছে। আরবিতে এ ধরণের কিছুর প্রয়োজন হয় না। দুটি শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে দিলেই তাদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো যায়। দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক বুঝানোর ক্ষেত্রে যে শব্দটি মালিককে বুঝায় তার শেষ বর্ণের নিচে জের (ِ) বসানো হয়।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

প্রশ্ন: এই শব্দটির অর্থ কী?

بِالْغَيْبِ = বি + আল-গয়বি

গয়বি অর্থ গায়েব বা অদৃশ্য

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আর রহমান আর রহিম (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) - এখানে আর রহমান (الرَّحْمٰنِ) ও আর রহিম (الرَّحِيْمِ) দুটি শব্দই আল্লাহর নাম।

তাহলে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾ এর অর্থ হচ্ছে:

বিসমি (بِسْمِ) নাম নিয়ে + আল্লাহি (اللهِ) আল্লাহর + (যিনি) + আর-রহমান (الرَّحْمٰنِ) + আর-রহিম (الرَّحِيْمِ) = রহমান রহিম আল্লাহর নাম নিয়ে।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আল-হামদু		হামদু		সকল
الْحَمْدُ	=	حَمْدُ	+	ال
সকল প্রশংসা		প্রশংসা		সকল, নির্দিষ্টকরণ

হামদ শব্দটি বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর প্রশংসামূলক গানকে আমরা হামদ বলে থাকি।

নিয়ম - ২: আরবিতে আল (ال) শব্দটি ব্যবহৃত হয় ইংরেজির (the) এর মত, এর দ্বারা কোন কিছুকে সুনির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়। তাছাড়া আল (ال) দ্বারা সকল, সমগ্র, বিরাট ইত্যাদিও বুঝানো হয়ে থাকে।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

যে সকল শব্দের শুরুতে আল যোগ হলেও লাম উচ্চারণ হয় না:

অনেক শব্দের শুরুতে আল (ال) যুক্ত হলেও আল (ال)-এর লাম উচ্চারিত হয় না। যেমন, আল (ال) + নুর (نور) = আন নুর (النور), **আল নুর নয়**। লাম উচ্চারণ হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে যে শব্দের সাথে আল (ال) যুক্ত হচ্ছে, তার প্রথম বর্ণের উপর। প্রথম বর্ণ যদি নিম্নোক্ত বর্ণগুলোর একটি হয়, তাহলে লাম উচ্চারিত হয় না:

(ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن)

এই বর্ণগুলোকে বলা হয় লাম শামছিইয়া (কেননা আল + শামস = আশ-শামস, এখানে লাম উচ্চারিত হয় না)।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

লিল্লাহি		আল্লাহি		লি
لِلَّهِ	=	اللَّهِ	+	لِ
আল্লাহর জন্য		আল্লাহর		জন্য

নিয়ম - ৩: লি (لِ) শব্দাংশটি ব্যবহৃত হয় ‘জন্য’, ‘এর’ ইত্যাদি বুঝাতে।

প্রশ্ন: লিল্লাহ শব্দটি বাংলাতে কোথায় ব্যবহৃত হয়?

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

রব্বিল আল-আমিন (رَبِّ الْعَالَمِينَ) শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে: রব্বি (رَبِّ) প্রতিপালক (of) + আল আমিন (الْعَالَمِينَ) জগৎসমূহ = জগৎসমূহের রব্ব/প্রতিপালক।

রব্বি আল-আলামিন		আল-আলামিন		রব্বি
رَبِّ الْعَالَمِينَ	=	الْعَالَمِينَ	+	رَبِّ
জগৎসমূহের রব্ব		জগতসমূহ		এর রব্ব

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আলম (عَلَم) শব্দের অর্থ জগৎ। 'আলামিন (اَلْعَالَمِيْنَ) হচ্ছে আলম এর বহুবচন, অর্থ জগতসমূহ। এখানে আলম (عَلَم) এর সাথে ইন (يِن) যুক্ত হয়ে বহুবচন বুঝাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উন (وْن) যুক্ত হয়েও বহুবচন বুঝানো হয়, যেমন মুসলিমুন (مُسْلِمُوْنَ)।

নিয়ম - ৪: আরবিতে পুংলিঙ্গ বাচক বহুবচন বুঝাতে শব্দের শেষে ইন (يِن) বা উন (وْن) যুক্ত হয়। তবে অন্যভাবেও বহুবচন হতে পারে। আরবিতে একবচন ও বহুবচনের পাশাপাশি দ্বিবচনও রয়েছে।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

বহু বচন ও দ্বি-বচনের আরো উদাহরণ

কাফিরুন (كَٰفِرُونَ) অর্থ কাফিরেরা (বহুবচন)

জান্নাতান (جَنَّتَانِ) অর্থ দুটি জান্নাত (দ্বিবচন)

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

মালিকি ইয়াউম আদ-দ্বীন (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) আয়াতটি গঠিত হয়েছে এভাবে: মালিকি (مَالِكِ) প্রভু (of) + ইয়াউমি (يَوْمِ) দিবসের + আদ-দ্বীনি (الدِّينِ) কিয়ামতের = কিয়ামতের দিনের মালিক।

মালিকি ইয়াউমি আদ-দ্বীনি		আদ-দ্বীন		ইয়াউমি		মালিকি
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	=	الدِّينِ	+	يَوْمِ	+	مَالِكِ
কিয়ামতের দিনের মালিক		কিয়ামতের		দিনের		মালিক

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

মালিক (مَالِكِ) শব্দটি বিভিন্ন রূপে আল-কুরআনে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন:

ক) **মালিকি** আন-নাস

﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾

অর্থ: মানব জাতির **প্রভু** (সূরা আন-নাস ১১৪:২)।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

ইয়াউম (يَوۡمِ) অর্থ দিবস। এই শব্দটি আল কুরআনে ৪০৫ বার এসেছে, যেমন:

গ) **ইয়াওমা** ইয়াকুনু আন-নাসু কা-আল-ফারাশি আল-মাবসুস

﴿يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ﴾

সে দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত (সুরা আল-কারিয়া ১০১:৪)।

আদ-দ্বীন (ٱلدِّينِ) অর্থ কিয়ামত। দ্বীনের আরেক অর্থ ধর্ম। দ্বীন (دين) শব্দটি আল কুরআনে বিভিন্ন রূপে অনেক বার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন:

খ) ওয়া মা আদরা-কা মা ইয়াওমু **আদ-দ্বীন**

﴿وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ﴾

অর্থ: আর কীসে তোমাকে জানাবে **প্রতিদান** দিবস কী? (সুরা আল-ইনফিতার ৮২:১৭)।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আয়াত - ০৫

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

উচ্চারণ: ইইয়া-কা না-বুদু ওয়া ইয়া-কা নাসতায়িন

অর্থ: আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি ও তোমারই সাহায্য চাই।

ইয়াকা (إِيَّاكَ) শব্দটি গঠিত হয়েছে ইইয়া (إِيَّا) এর সাথে কা (كَ) যুক্ত হয়ে। 'একমাত্র' বুঝাতে ইইয়া (إِيَّا) ব্যবহৃত হয়।

ইইয়া-কা		কা		ইইয়া
إِيَّاكَ	=	كَ	+	إِيَّا
একমাত্র তোমারই		তোমার/ আপনার		একমাত্র

নিয়ম - ৫: একমাত্র, শুধুই কারো-এ ধরণের অর্থ বুঝাতে ইইয়া (إِيَّا) ব্যবহৃত হয়।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

না'বুদু (نَعْبُدُ) শব্দটি গঠিত হয়েছে 'আবুদু (عْبُدُ) থেকে, এর অর্থ ইবাদাত করা। 'আবুদু (عْبُدُ) এর শুরুতে না (نَ) যুক্ত হয়ে না'বুদু (نَعْبُدُ) গঠিত হয়েছে। শব্দের শুরুতে না (نَ) যোগ হলে কাজটি 'আমরা করা' বুঝায়। এখানে বুঝাচ্ছে 'আমরা ইবাদত করি।'

না'বুদু		'আবুদু		না
نَعْبُدُ	=	عْبُدُ	+	نَ
আমরা ইবাদত করি		ইবাদত করা		আমরা

নিয়ম - ৬: শব্দের শুরুতে না (نَ) যোগ হয়ে প্রথম পুরুষ ও বহুবচন যথা 'আমরা করি' বুঝায়।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

নাসতায়িন (نَسْتَعِيْنُ) এর ক্ষেত্রে মূল শব্দটি হচ্ছে 'আওন (عون) অর্থ সাহায্য করা। 'আওন (عون) এর শুরুতে আসতা (است) যুক্ত হয়ে সাহায্য চাওয়া বুঝানো হচ্ছে। শুরুতে না (نَ) যুক্ত হয়ে বুঝাচ্ছে প্রথম পুরুষ, বহু বচন বা আমরা (সাহায্য চাই)। যেমন গফরা (غَفَرَ) অর্থ ক্ষমা করা, তার পূর্বে ইসতা (است) যোগ হয়ে গঠিত হয় ইসতেগফার (اِسْتِغْفار) অর্থ ক্ষমা চাওয়া।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

।

নাসতায়িন		আওন		আসতা		না
نَسْتَعِينُ	=	عون	+	است	+	نَ
আমরা সাহায্য চাই		সাহায্য		চাওয়া		আমরা

নিয়ম - ৭: কোন ক্রিয়ার পূর্বে আসতা (است) যোগ হলে কাজটি করা না বুঝিয়ে চাওয়া বুঝানো হয়।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আয়াত - ০৬

﴿اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ﴾

উচ্চারণ: ইহদিনা আস-সিরাত আল মুসতাকিম

অর্থ: আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও।

ইহদিনা (اِهْدِنَا) শব্দটির মূল হচ্ছে হাদি (هدى) অর্থ হেদায়াত করা, পথ দেখানো ইত্যাদি। হাদি (هدى)-এর শুরুতে আলিফ (اُ) ও শেষে না (نَا) যুক্ত হয়ে ইহদিনা তৈরি হয়েছে।

ইহদিনা		না		হাদি		আলিফ
اِهْدِنَا	=	نَا	+	هدى	+	اِ
আমাদেরকে পথ দেখাও		আমাদেরকে		পথ দেখানো		অনুরোধ বুঝাতে

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

নিয়ম - ৮: ক্রিয়ার প্রথমে আলিফ (أ) যুক্ত হয়ে আদেশ/অনুরোধ ইত্যাদি বুঝানো হয়।

নিয়ম - ৯: ক্রিয়ার শেষে না (نَا) যোগ হলে বোঝা যায় যে কাজটি আমাদের জন্য। একই ভাবে হিম (هِم) বোঝায় তার জন্য, হুম (هُم) তাদের জন্য, কা (كَ) তোমার জন্য এবং কুম (كُم) তোমাদের জন্য।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

যেমন আমরা যখন কাউকে সালাম দিই তখন বলি, 'আস-সালামু আলাই-কুম'। আলাই-কুম গঠিত হয়েছে এভাবে: আলা (عَلَى) অর্থ উপর +কুম (كُم) অর্থ তোমাদের = তোমাদের উপর।

'আলাইকুম		কুম		'আলা
عَلَيْكُمْ	=	كُمْ	+	عَلَ
তোমাদের উপর		তোমাদের		উপর

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

তাহলে 'ইহদিনা আস-সিরাত আল মুসতাকিম'

﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ﴾ - আয়াতের অর্থ হচ্ছে:

ইহদিনা (ٱهۡدِنَا) আমাদেরকে হেদায়েত দাও + আস-সিরাত (ٱلصِّرَٰطَ)

পথ + আল-মুস্তাকিম (ٱلۡمُسۡتَقِيمَ) সরল, সোজা = আমাদেরকে সরল সোজা পথের হেদায়েত দাও।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আয়াত - ০৭ (১)

﴿صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

উচ্চারণ: সিরাত আল্লাযিনা আন-'আমতা 'আলাইহিম

অর্থ: তাঁদের পথ যাঁদের উপর আপনি নেয়ামত দিয়েছেন।

সিরাত (صِرَاط) অর্থ পথ।

'আল্লাযিনা (اَلَّذِيْنَ) অর্থ যারা, এটি বহুবচন, এক বচন হচ্ছে আল্লাযি (اَلَّذِى) অর্থ 'যে'। আল্লাযি (اَلَّذِى)-এর স্ত্রীবাচক শব্দ হচ্ছে **আল্লাতি (اَلَّتِى)**।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আন'য়ামতা (أَنْعَمْتَ) শব্দটির মূল হচ্ছে - না'য়ামা (نعم) অর্থ নেয়ামত। বাংলাতেও নেয়ামত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নায়ামা (نعم) এর সাথে শুরুতে আলিফ (أ) এবং শেষে তা (ت) যোগ হয়ে আন'য়ামতা (أَنْعَمْتَ) গঠিত হয়েছে, যাতে দ্বিতীয় পুরুষ ও অতীত কাল বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ আন'য়ামতা (أَنْعَمْتَ) অর্থ হচ্ছে, আপনি নেয়ামত দিয়েছেন।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

আলাইহিম (عَلَيْهِمْ) শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে: আলা (عَلَيْ) উপরে + হিম (هِمْ) তাদের = তাদের উপর।

'আলাইহিম		হিম		'আলা
عَلَيْهِمْ	=	هِمْ	+	عَلَيْ
তাদের উপরে		তাদের		উপরে

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

'আলা (عَلَيْ) শব্দটি বিভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন:

'আলাইকুম (عَلَيْكُمْ) = আলা (عَلَيْ) উপরে + (كُمْ) কুম = আপনাদের/তোমাদের উপরে।

উদাহরণস্বরূপ: আস-সালামু 'আলাইকুম (اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) আপনাদের/তোমাদের উপর সালাম।

'আলাইকা (عَلَيْكَ) = আলা (عَلَيْ) উপরে + কা (كَ) আপনার/তোমার= আপনার/তোমার উপরে।

যেমন: ইয়া নবি সালাম 'আলাইকা (يَا نَبِيْ سَلَامٌ عَلَيْكَ) হে নবি, আপনার প্রতি সালাম।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

﴿ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ আয়াতাংশের অর্থ দাড়াচ্ছে:

সিরাত (صِرَاطَ) পথ + আল্লাযিনা (الَّذِيْنَ) তাদের, যাদের + আন-'আমতা (اَنْعَمْتَ) নেয়ামত দেয়া হয়েছে + 'আলাইহিম (عَلَيْهِمْ) তাদের উপর = তাদের পথ যাদের উপর নেয়া'মত দেয়া হয়েছে।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

গয়র আল মাগদুবি আলাইহিম ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ﴾ গঠিত হয়েছে এভাবে:

গয়র আল-মাগদুবি আলাইহিম		আলাইহিম		আল-মাগদুবি		গয়র
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ	=	عَلَيْهِ	+	الْمَغْضُوْبِ	+	غَيْرِ
তাদের ছাড়া যাদের উপর গযব দেয়া হয়েছে		তাদের উপর		গযব দেয়া হয়েছে		ব্যতীত

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

গয়র (غَيْر) অর্থ ব্যতীত।

এই শব্দটি কুরআন মজীদে আরো অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন:

ক) গয়র আল-হাক্ক

﴿غَيْرُ الْحَقِّ﴾

অর্থ: হক ব্যতীত (সুরা আল-মায়েদা ৫:৭৭)।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

মাগদুব (مَغْضُوبِ) শব্দটি এসেছে গদব (غضب) থেকে, এখানে গদবের পূর্বে মিম যুক্ত হয়ে বুঝাচ্ছে যার উপর গদব করা হয়েছে। গদব শব্দটিই বাংলাতে গযব হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর কারণ দোয়াত (ض) কে অনেকে ফারসি ভাষা অনুসারে 'য' উচ্চারণ করেন। মূল শব্দের পূর্বে মিম যোগ হলে কাজটি যার উপর করা হয়েছে তাকে বুঝায়। যেমন যুলম (ظلم) যার উপর করা হয় তাকে বলা হয় মযলুম (مظلوم)। যাকে রহম (رحم) করা হয় তাকে বলা হয় মরহুম (مرحوم)।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

দোয়াললিন (الضَّآلِّيْنَ) শব্দটির মূল হচ্ছে দলল (ضلل) যার অর্থ পথভ্রষ্ট হওয়া। এর থেকে এসেছে দললান (ضَالًّا) যার অর্থ পথভ্রষ্ট। দললান (ضَالًّا) এর শেষে বহুবচন বুঝাতে ইন (ين) যুক্ত হয়ে দললিন (ضَآلِّيْنَ) গঠিত হয়েছে।

দলল (ضلل) শব্দটিও আল কুরআনে অনেক বার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন:

ক) উলায়িকা আল্লাযিনা আশতারায়ু **আদ-দলালাতা** বি-আল-হুদা

﴿أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى﴾

অর্থ: তারা কিনেছে **পথভ্রষ্টতা** হেদায়েতের বিনিময়ে (সুরা বাকারা ২:১৬)।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

দোয়াললিন (الضَّالِّيْنَ) শব্দটির মূল হচ্ছে দলল (ضلل) যার অর্থ পথভ্রষ্ট হওয়া। এর থেকে এসেছে দললান (ضَالًّ) যার অর্থ পথভ্রষ্ট। দললান (ضَالًّ) এর শেষে বহুবচন বুঝাতে ইন (ين) যুক্ত হয়ে দললিন (ضَالِّيْنَ) গঠিত হয়েছে।

দলল (ضلل) শব্দটিও আল কুরআনে অনেক বার ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন:

ক) উলায়িকা আল্লাযিনা আশতারায়ু **আদ-দলালাতা** বি-আল-হুদা

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ﴾

অর্থ: তারা কিনেছে **পথভ্রষ্টতা** হেদায়েতের বিনিময়ে (সুরা বাকারা ২:১৬)।

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

بِ	বি	সহ, নিয়ে, দ্বারা
اسم	ইসমি	নাম
اللهِ	আল্লাহ	আল্লাহ
الرَّحْمٰنِ	আর-রহমান	পরম করুণাময়
الرَّحِيْمِ	আর-রহিম	অতি দয়ালু

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

حَمْدُ	হামদু	প্রশংসা
لِ	লি	প্রতি, জন্য, জোর দেয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়
رَبِّ	রব্বি	প্রতিপালক
علم	'আলম	জগত
مَالِكِ	মালিক	প্রভু, মালিক
يَوْمِ	ইয়াওম	দিন
دين	দ্বীন	কিয়ামত, বিচার, ধর্ম

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

اِيَّا	ইইয়া	শুধুই কারো
كَ	কা	তোমার
عُبُدُ	আ'বুদু	ইবাদত করা
عون	আওন	সাহায্য করা
هدى	হাদি	হেদায়াত করা
صِرَاط	সিরাত	পথ
اَلَّذِيْنَ	আল্লাযিনা	যারা

সুরা ফাতিহার শব্দার্থ ও শব্দ গঠন

نعم	না'য়ামা	নেয়ামত দেয়া
عَلَيْ	'আলা	উপরে
هِمْ	হিম	তাদের
غَيْر	গয়র	ব্যতীত
مَغْضُوبِ	মাগদুব	অভিশপ্ত, যার উপর গযব পড়েছে
ضَآلِّيْنَ	দোয়াললিন	পথভ্রষ্ট